বন্যার্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব—জাভেদ মাসদ মিল্টন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেছেন, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বন্যা মানুষকে নি:স্ব করে ফেলেছে। এই সময় অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তার খোঁজ না নিয়ে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান সরকার বন্যার্তদের পাশে না দাড়িয়ে বিএনপির ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে উপহাস করে যাচ্ছেন। অথচ, হাহাকার করছেন সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্যা পীড়িত মানুষ জন।

সারা দেশের বিএনপি নেতা কর্মীদের যার যতটুকু সামর্থ আছে তাই নিয়ে আজ তাদের পাশে দাড়িয়েছেন। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা পীড়িত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ত্রাণ সংগ্রহ অনুষ্ঠাণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন বিএনপি নেতা আব্দুল হালিম।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনিপির ইউনিয়ন বিএনপির ইউনিট প্রধানরা প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের হাতে স্থানীয় বিএনপিরনেতা কর্মীদের নিকট থেকে সংগ্রহীত ত্রাণের ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তুলে দেন।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার উপস্থাপনায় এসময় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আব্দুস সাত্তার, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক ইনসু ষোলটাকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান

ও বিএনপি নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান. মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচিব জাহিদুল হক জাহিদ, পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক, উপজেলা স্বেচ্চাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম, সদস্য সচিব হারুন উর রশিদ বাচ্ছু, পৌর স্বেচ্চাসেবক দলের আহবায়ক ইনামুল হক, সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বিপ্লব হোসেন, সদস্য সচিব রিপন হোসেন, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক জুয়েল আহম্মেদ, সদস্য সচিব শাকিল আহম্মেদ প্রমুখ।

এসময় উপজেলা, পৌর বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপির কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশনামতে বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিভিন্ন ইউনিট থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা উত্তেলন করা হয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ হাজার, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ মটমুড়া ৩০ হাজার টাকাসহ গাংনী পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়ন থেকে ২০ হাজার টাকা করে ত্রাণ তহবিলে জমা দেন।

বন্যার্তদের সহযোগীতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে

ভারতের মেঘালয় ও আসামে ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়ে ইতোমধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রংপুর ও কড়িগ্রাম জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

সিলেটের সাথে সারাদেশে সকল ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। আকাশপথ, রেলপথ, সবশেষে সড়ক পথের যোগাযোগও। নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্কও বন্ধের পথে। সিলেট বিভাগের ৮০ ভাগ এখন পানির নিচে। এক করুণ অবস্থায় সিলেট বিভাগের মানুষ।

সিলেট, সুনামগঞ্জসহ কয়েকটি এলাকায় বন্যার কারণে সারা দেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

উজান থেকে নেমে আসা পানিতে চলতি মৌসুমের তৃতীয় দফা বন্যা দেখা দিয়েছে সিলেট অঞ্চলে। এর আগে গত এপ্রিলে সিলেটের নিম্নাঞ্চলে অসময়ে বন্যা দেখা দেয়। এরপর মে মাসের মাঝামাঝিতে সিলেটে ১৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়।

প্রতিবছরই বন্যা আসে প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু দেশের নদ-নদীগুলোর এখন যে অবস্থা, তাতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে সাগরে যেতে পারছে না। বেশির ভাগ নদী ভরাট হয়ে গেছে। গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় পানি ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়েছে অনেক নদী। সে কারণে যতই দিন যাচ্ছে বন্যার স্থায়িত্ব ও ভয়াবহতা বাড়ছে।

সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, বিভিন্ন সংগঠন বন্যার্তদের সহযোগীতায় যে যার মত এগিয়ে এসেছে। স্মরণকালের ভয়াবহ এ বন্যা মোকাবেলায় এসকল ত্রাণ সামগ্রী খুবই অপ্রতুল। বন্যা নিয়ন্ত্রণে এখনই স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে আপাতত দাঁড়াতে হবে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে। পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সব প্রান্ত থেকে যার যার সাধ্যমত বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে হবে। বন্যাকবলিত এলাকায় পানিবাহিত রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধসহ মেডিক্যাল টিম পাঠাতে হবে।